www.priofaridpur.com

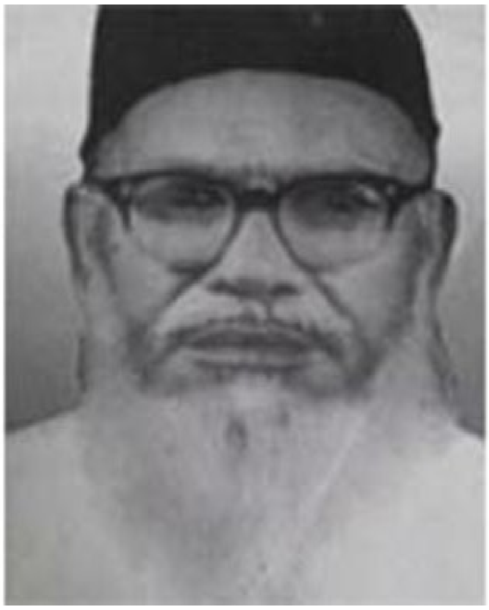

মাওলানা আব্দুল আলী

১৯০২ সালে

মানিকগঞ্জ মহকুমার বহলাতলী গ্রামে

মাওলানা আব্দুল আলীর

পিতা ছিলেন হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। মাওলানা আব্দুল আলী কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে ফরিদপুর শহরের পশ্চিম খাবাসপুর স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ময়েজ উদদীন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান মাওলানা হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। মাওলানা আব্দুল আলী মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে থাকেন এবং নানাবিধ জনহিতকর কাজে আত্ননিয়োগ করেন। সে সময়ে তিনি কমলাপুর ব্যায়াম সমিতি এবং কোহিনুর পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর ফরিদপুর জেলা বোর্ড তাকে একটি বৃত্তি দিয়ে তিব্বীয়া কলেজে হেকিমী পড়ার জন্য দিল্লী প্রেরণ করে। সেখানে তিনি তিনটি বিষয়ে স্টার মার্কসহ প্রথম শ্রেনীতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই গৌরবের অধিকারী হন।

মাওলানা আব্দুল আলী একজন খ্যাতনামা মুফাসসির ছিলেন। তিনি অনেক সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন। মাওলানা আব্দুল আলী কিছুদিন কংগ্রেস রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্থানের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজনীতি ও সমাজকর্ম তাকে স্মরনীয় করে রেখেছে। তিনি ছিলেন একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন অভিজ্ঞ আলেম। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামী জিন্দেগী ও ইসলামী সমাজ, শিশুদের ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা গ্রন্থ।

মাওলানা আব্দুল আলী ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হজ্জ করার জন্য মক্কা শরীফ যান এবং ২৯ ডিসেম্বর সৌদি আরবের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মক্কা শরীফের জান্নাতুল মাহলায় তাঁকে দাফন করা হয়। সেখানে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।